শাহনাজ আশার ছলনে ভূলি

তিরানব্বইয়ে ঢাকার চলচ্চিত্রে যখন শাহনাজ আসেন তখন তাঁর মতো দীর্ঘাঙ্গিনী নায়িকা ছিল না। ছিল স্থুলাঙ্গিনী নায়িকা। অবশ্য এ সময় শাবনাজ ছিলেন তন্বী নায়িকা। তবে উচ্চতার দিক থেকে শাহনাজ ছিলেন আকর্ষণীয়। তাঁর ফিগারও ছিল চমৎকার। তিনি 'পদ্মার চর'-এ প্রথম এলেন পর্দায়। ধারণা করা হয়েছিল, এই সাধু চলচ্চিত্রের ঘরানায় থাকবেন। কিন্তু ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্নে শেষ পর্যন্ত নেমে পড়েন বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রে। খোলামেলা শট দেন একের পর এক বিভিন্ন ছবিতে। আলোচনাতেও আসেন। বলা যায়, চলচ্চিত্রে তাঁর বাণিজ্যিক চাহিদা তৈরি হয়েছিল কমার্শিয়াল শটের কারণে। তবে একটা মাত্রা শাহনাজ রেখেছিলেন এ ধরনের শট দেয়ার ব্যাপারে। মাত্রাটা ছিল সহনীয় পর্যায়ে। নিজের মতো করে চলচ্চিত্রে এগিয়ে যাচ্ছিলেনও তিনি। শেষ পর্যন্ত শরীরটাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে বসে। যে আকর্ষণীয় উচ্চতা এবং ফিগার নিয়ে তিনি চলচ্চিত্রে এসেছিলেন, সচেতন না হওয়ায় তা-ই কাল হয়ে দাঁড়াতে থাকে। টিনএজ নায়িকাদের এই সময়ে দর্শকরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফেরাতে থাকে। আবার সাধু ঘরানায় যে নিজের ক্যারিয়ার গড়বেন, অশ্লীলতার বৈরি হাওয়ায় তাও সম্ভব হয়নি। নিজের দেয়া কমার্শিয়াল শটগুলো কাল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাণিজ্যিক গণ্ডিতে তাঁকে আটকে থাকতেই হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। 'হিম্মত' হচ্ছে এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত শেষ ছবি। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'তছনছ', 'বিরোধীদল', 'কোটিপতি', 'স্পট জরিনা', 'মিস পামেলা', 'জঙ্গলের রানী', 'বউ পাগল', 'মৃত্যু ঘণ্টা', 'আমার আশা', 'রাক্ষুসী রাণী', 'শয়তানের আযরাইল', 'বিশ্ব বাটপার', 'ভাড়াটে মাস্তান', 'কাটা লাশ' এবং 'টাইম নাই'। সবই এ্যাকশন ধারার ছবি। তবে এ ধারার ছবিতে অভিনয় করতে করতে শাহনাজ এখন ক্লান্ত। ক্যারিয়ার নিয়ে এখন তাঁর মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এ ধারায় তিনি নিজেকে যুক্ত রাখবেন, নাকি গুটিয়ে নেবেন তা নিয়ে বলেছেন খোলামেলা কথা।

ঃ আপনি কি মনে করেন ঢাকার চলচ্চিত্রে এখন অশ্লীলতার ছড়াছড়ি?

–অবশ্যই। শুধু আমি কেন– সবাই একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন।

ঃ এসব নগ্ন ছবি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত কারা?

–কতিপয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। কিছু বেনিয়া মনোভাবের প্রযোজক। সেই সঙ্গে আমাদের মতো কোন কোন শিল্পী। মূলত এরাই স্থুল রুচির দর্শকদের বিকৃত উপায়ে বিনোদিত করছে। এদের বিকৃত মেধায় নির্মিত নগ্ন ছবিগুলো এক শ্রেণীর দর্শকও গোগ্রাসে গিলছে।

ঃ অনেকে আপনার বিরুদ্ধেও তো এ ধরনের অভিযোগ তোলেন। নিজেকে কতটা দায়ী মনে করেন?

– ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই আমি কমার্শিয়াল শট দিয়ে আসছি। কিন্তু তখন কোন হৈ চৈ হয়নি। কারণ, তা ছিল সহনীয় পর্যায়ের। তাছাড়া সেগুলো সেন্সরের ফাঁক গলিয়ে আসেনি। সেন্সর বোর্ড যতটা এ্যালাউ করেছে, ততটাই ছিল। এখনকার মতো আমি কোন কাটপিস দৃশ্যে অভিনয় করিনি।

ঃ এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী বলে মনে করেন?

– সবার আগে শিল্পীদের সচেতন হতে হবে। তেমনি দর্শকদের কিছু ভূমিকা রয়েছে। তারা যদি নগ্ন ছবি বর্জন করেন, তাহলে নগ্ন ছবি নির্মাণ বন্ধ হবে।

ঃ আপনি বলেছেন কোন কাটপিস দৃশ্যে অভিনয় করেননি। এখন এই কাটপিস কেন ছবিতে জুড়ে দেয়া হচ্ছে?

– কিছু কিছু প্রযোজক তাঁদের লগ্নিকৃত মূলধন ফেরত পাওয়ার আশায় আনসেন্সরড দৃশ্যাবলী অর্থাৎ কাটপিস তাঁদের ছবির মূল প্রিন্টের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন।

ঃ এ পর্যন্ত আপনি ৭০টির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু প্রায় সব ছবিই এ্যাকশনধর্মী। কেন?

– আসলে নির্মাতাদের চাহিদার কারণেই আমি এ্যাকশন কিংবা সোশ্যাল এ্যাকশন ছবিতে বেশি অভিনয় করেছি। হয়ত আমার ফিগার এসব ছবির জন্য মানানসই। আর আমারও রোমান্টিক ছবিতে অভিনয় করে পর্দায় প্রেম রোমান্স দেখানোর আগ্রহ ছিল না কখনও।

ঃ আপনি স্বীকার করেছেন, কমার্শিয়াল শট দিয়েছেন, কিন্তু কাটপিস দৃশ্যে অভিনয় করেননি। কমার্শিয়াল শট আর কাটপিস– এই দুইয়ের মধ্যে কি বড় কোন পার্থক্য আছে?

– ক্যামেরায় পোশাকের মাধ্যমে শরীর প্রদর্শন হচ্ছে কমার্শিয়াল শট। সেটি আনসেন্সরড নয়। কিন্তু এখনকার নির্মাতারা অফার দিয়ে এসে আকারে ইঙ্গিতে বোঝান ধর্ষণ দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। পুরোপুরি নগ্ন হয়ে স্নান কিংবা শয্যাদৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। কিন্তু সেন্সরবোর্ড তো এ ধরনের দৃশ্য মেনে নেবে না। তাই এগুলোকে 'কাটপিস' হিসাবে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। এসব কাটপিসের তাণ্ডবে নতুন ছবি সাইন করতে আমি ভয় পাচ্ছি, যদি আমার শরীরকে এক্সপ্লোয়েট করা হয়।

ঃ যদি ভাল ছবির অফার না আসে, তাহলে কি করবেন?

– আমি এখনও অপেক্ষায় আছি। তাছাড়া ভাল ছবি নির্মাণ কিন্তু থেমে যায়নি। সেখানে বছরে ১০টি ছবিতে অভিনয় করতাম, সেখানে নাহয় ২টি ছবিতে অভিনয় করব।

ঃ তাহলে তো প্রচুর অবসর পাবেন। এই অবসরে কি প্যাকেজ নাটকে কাজ করার ইচ্ছা আছে?

– সারা বিশ্বেই এখন স্যাটেলাইট চ্যানেলের জয়জয়কার। বিভিন্ন দেশের নামীদামী ফিল্ম স্টাররা স্যাটেলাইট চ্যানেলে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করছেন। আমাদের অনেকেই এখন প্যাকেজ মিডিয়ায় ব্যস্ত। ভাল অফার পেলে টেলিফিল্ম এবং এক ঘণ্টার নাটকে অভিনয় করব। তবে কোন সিরিয়ালে কাজ করব না।

ঃ ভবিষ্যত কোন পরিকল্পনা আছে কি?

– হ্যাঁ, আছে। শৈশবে আমি গান শিখতাম। কিন্তু ফিল্মে আসার পর আমার সঙ্গীত চর্চা থেমে যায়। ভাবছি বাসায় ওস্তাদের কাছে আবার গান শিখব। কারণ গানের প্রতি আমার বাড়তি দুর্বলতা রয়েছে। আর যথাযথ কণ্ঠশীলনের পর অডিও এ্যালবাম বের করার পরিকল্পনা রয়েছে।

তুষার আদিত্য